দৈনিক

তারিখ ... 25 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ৩-২ কলাম ৪

দ্বিতীয় মেধা তালিকা প্রকাশ

পছন্দের কলেজে ভর্তির সুযোগ বাড়ছে অপেক্ষমাণদের

এম এইচ রবিন

একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির অপেক্ষমাণ তালিকায় থাকা শিক্ষার্থীদের পছন্দের কলেজে ভর্তির সুযোগ বাড়ছে। প্রথম মেধাতালিকায় যারা একাধিক কলেজে স্থান পেয়েছে তারা একটিতে ভর্তি নিশ্চিত করার ফলে অন্য কলেজগুলোয় তার আসন শূন্য রয়েছে। দ্বিতীয় মেধা তালিকা থেকে ক্রমান্বয়ে এসব আসনে ভর্তি নেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ১ম তালিকার শিক্ষার্থী ভর্তির তথ্য বোর্ডকে দিয়ে দিয়েছে কলেজগুলো। এর ভিত্তিতে প্রকাশ করা হয় দ্বিতীয় মেধা তালিকা। এ তালিকায় ৭ লাখ ১৮ হাজার ৯২২ জন প্রার্থীর মেধাক্রম দেওয়া হয়েছে। এর ভিত্তিতেই কলেজগুলোকে ভর্তি নিতে হবে।

ঢাকা শিক্ষা এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৪

পছন্দের কলেজে ভর্তির সুযোগ বাড়ছে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক ড. আশফাকুস সালেহীন গতকাল আমাদের সময়কে জানান, একাদশ শ্রেণিতে এবার ভর্তির জন্য আবেদন করেছিল ১৩ লাখ ১ হাজার ৯৯ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে প্রথম মেধাতালিকায় ভর্তির জন্য মনোনীত হয়েছিল প্রায় ৯ লাখ ৭৪ হাজার শিক্ষার্থী। বাকিরা ছিল অপেক্ষমাণ তালিকায়। মেধাক্রমে থাকা এই শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভর্তি হয়েছে ৬ লাখ ৯৫ হাজার। অর্থাৎ মেধাক্রমে থাকলেও পৌনে তিন লাখের বেশি শিক্ষার্থী ১৮ থেকে ২২ জুনের মধ্যে ভর্তি হয়নি। এর ভিত্তিতে দ্বিতীয় মেধা তালিকা দেওয়া হয়েছে। তাতে ৭ লাখ ১৮ হাজার ৯২২ জন প্রার্থীর মেধাক্রম দেওয়া হয়েছে। এদিকে বিভিন্ন কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিষ্ঠানের অপেক্ষমাণ তালিকায় থাকা শিক্ষার্থীদের ভর্তি শুরু করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিভাবকদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও টাকা নেওয়া হয়েছে। জানানো হয়েছে, ২৫ জুনের পর ভর্তি নিশ্চিত করা হবে। এর কারণ হিসেবে একটি কলেজের অধ্যক্ষ জানিয়েছেন, তাদের কলেজে মেধাতালিকায় স্থান পাওয়া ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়নি। এরা অন্য কলেজে সুযোগ পেয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এমন অবস্থায় তারা শিক্ষার্থী শূন্যতার আশঙ্কায় অপেক্ষমাণদের কাছে রাখার কৌশল করেছেন। বিষয়টি তারা বোর্ড ও মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছেন বলেও দাবি করেছেন। এ বিষয়ে কলেজ পরিদর্শক জানান, কেউ এভাবে ভর্তি নিতে পারবে না। কারণ বোর্ডের মেধাক্রম অনুযায়ী ভর্তি নেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এর ব্যত্যয় ঘটলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জানা গেছে, ভালো কলেজগুলোয় আসন শূন্য থাকার আরেকটি কারণ হচ্ছে রাজধানীর নটর ডেম কলেজ, সেন্ট জোসেফ ও হলিক্রস কলেজ এবারও ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করেছে। কলেজ তিনটিতে আসন সংখ্যা প্রায় ৫ হাজার। এসব কলেজে যারা ভর্তি হয়েছে তারা যথেষ্ট মেধাবী। এরাও অনলাইনে আবেদন করেছিল। আবেদনকারীদের বেশিরভাগ কলেজে সুযোগ পেলেও তারা অন্য কলেজে ভর্তি হয়নি।

ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের একাধিক কর্মকর্তা বলেন, একজন শিক্ষার্থী যেকটি কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করেছিল, সেগুলোর প্রতিটির জন্যই আলাদা মেধাক্রম করা হয়েছে। এ জন্য অনেক শিক্ষার্থী ভালো ফল করেও অপেক্ষমাণ তালিকায় পড়েছে কিংবা প্রথম দফায় প্রত্যাশিত কলেজে মনোনীত হয়নি। ফলে প্রথম মেধাক্রমে থাকা অনেক শিক্ষার্থী ভর্তি হয়নি। এখন দ্বিতীয় মেধাক্রম অনুযায়ী আজ ২৫ জুন থেকে ২৭ জুন পর্যন্ত ভর্তি কার্যক্রম চলবে।

ড. আশফাকুস সালেহীন বলেন, শূন্য আসনের পাঁচগুণ শিক্ষার্থীকে অপেক্ষমাণ মেধাক্রমে রাখা হয়েছে। এখানেও দেখা যাবে একজন একাধিক কলেজে স্থান পেয়েছে। এদের মধ্যে যারা একটি কলেজে ভর্তি হবে অন্যগুলো শূন্য আসন থাকবে। এসব আসনের জন্য আবার ২৮ জুন একটি অপেক্ষমাণ মেধাক্রম প্রকাশ করা হবে। উল্লেখ্য, গত ১৬ জুন একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। নিয়মিত ও অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ভর্তির পরও বিলম্ব ফিসহ ভর্তি হওয়া যাবে ১০ থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত। এবার একাদশ শ্রেণিতে ক্লাস শুরু হবে ১০ জুলাই থেকে।